তারিখ 16 JAN 2013
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৪

প্রথম আলো

নন-এমপিও শিক্ষকেরা গতকাল ন্যাম ভবনের সামনে অনশন করতে গেলে তরল কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পুলিশ তাঁদের কর্মসূচি পণ্ড করে দেয় • ছবি : প্রথম আলো

বাড়ি ফিরে মারা গেছেন এক শিক্ষক

শিক্ষকদের ওপর তরল গ্যাস, জলকামানের পানি

নিজস্ব প্রতিবেদক •

এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর গতকাল মঙ্গলবার জলকামানের পানি ছুড়েছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের ওপর তরল কাঁদানে গ্যাসও ছোড়া হয়।

আন্দোলনরত শিক্ষকেরা অভিযোগ করেছেন, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী তাঁরা গতকাল বেলা ১১টার দিকে সাংসদদের বাসভবন ন্যাম ভবনের সামনে অনশন করতে রওনা হলে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের পশ্চিম পাশে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। সেখান থেকে পুলিশ তাঁদের তাড়া করে সোবহানবাগ পর্যন্ত নিয়ে যায়।

সোবহানবাগের প্রিন্স প্লাজার সামনে শিক্ষক-কর্মচারীরা অবস্থান নিতে চাইলে পুলিশ তাঁদের ওপর জলকামান থেকে পানি ছোড়ে। এ ছাড়া তাঁদের ওপর তরল কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। এ সময় পুলিশ একটি সাঁজোয়া যান (এপিসি) নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল।

নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি মো. এশারত আলীসহ আন্দোলনরত শিক্ষকেরা দাবি করেন, পুলিশ তাঁদের ওপর গরম পানি ছুড়েছে।

তবে ওই সময় দায়িত্বরত পুলিশের টহল পরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ দাবি করেন, গরম পানি নয়, রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করায় তাঁদের ওপর ঠান্ডা পানি ছোড়া হয়েছে।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন,

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

শিক্ষকদের ওপর জলকামানের পানি

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন শিক্ষক-কর্মচারী আহত হয়েছেন। এ সময় পুলিশ দুজন শিক্ষককে আটক করেছে।

পুলিশি বাধায় সেখানে কর্মসূচি পালন করতে না পেরে শিক্ষক-কর্মচারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির বাইরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। শিক্ষকেরা বলেছেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা রাজপথ ছেড়ে যাবেন না।

সংগঠনটির সভাপতি বলেন, আজ বুধবার হরতাল থাকায় তাঁরা কোনো কর্মসূচি পালন করবেন না। তবে বেলা ১১টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত (বেতনবাবদ মাসিক সরকারি টাকা) করাসহ চার দফা দাবিতে ৭ জানুয়ারি থেকে কর্মসূচি পালন করছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট।

পটুয়াখালীতে এক শিক্ষকের মৃত্যু: পটুয়াখালী অফিস জানায়, জেলার দুমকি উপজেলার চরগরবদি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার সেকান্দার আলী (৪৫) গতকাল ভোর চারটায় মারা গেছেন। তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর আত্মীয়স্বজন। এই শিক্ষক আন্দোলনে অংশ নিতে ঢাকায় গিয়েছিলেন। ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পুলিশের ছোড়া তরল কাঁদানে গ্যাসে তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়েছিলেন।

সেকান্দার আলী মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের জেলা সেক্রেটারি ও জামায়াতের দুমকি উপজেলা তারবিয়াত (শিক্ষা ও সংস্কৃতি) বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

সেকান্দার আলীর ভগ্নিপতি এবং উপজেলার দক্ষিণ মুরাদিয়া মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার প্রভাষক মো. আবদুল হক বলেন, গত সোমবার সেকান্দার তাঁর কর্মস্থল মাদ্রাসায় গিয়েছিলেন। তিনি রাতে বাড়িতে ঘুমাতেন না। শহর থেকে ফিরে রাতে পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁর ভগ্নিপতির বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আড়াইটার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভোর চারটায় দুমকির স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে আন্দোলনরত নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়, ১০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কর্মসূচি পালনের সময় পুলিশ তরল কাঁদানে গ্যাস ছুড়লে অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে ওই শিক্ষকও আহত হন। তিনি ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাও নেন। অসুস্থ হয়ে বাড়ি গেলে গতকাল ভোরে মারা যান।